হাট

(গল্পগ্রন্থ – ক্ষণভঙ্গুর)

গাঙের ধারে পটলের ক্ষেত।

বুড়ো কুড়োন মণ্ডল সবুজ উলুখড়ের বেড়াঘেরা ক্ষেতটিতে বসে পটল তুলে বাজরা বোঝাই করছিল। ক্ষেতের নিচেই হারান মাঝি দোয়াড়ি পাতছে গাঙের জলে। আজ বড় মেঘলা দিন, বৃষ্টি হবে না হবে না করে এমন বৃষ্টি নেমেছে যে, দুদিনের মধ্যে থামল না। হারান বললে—ও কুড়োন, একটু তামাক খাওয়াব ?

—নামো ওখান থেকে। ইদিকি এসো।

একটা বাবলা গাছের তলায় দুজনে তামাক খায় বসে। দুজনেই জলে ভিজলে ক্ষেতখামারের কাজ বা মাছধরার কাজ হবে কোথা থেকে। আর এতে ওদের শরীরও খারাপ হবে না ওরা জানে। রোদে জলে শরীর থেকে গিয়েছে। ভদ্দরলোক হলে এমনধারা ভিজলে নিউমোনিয়া হত হয়তো।

হারান বললে—হাটে যাবা ?

—যাই। দু-বাজরা মাল কাটাতি হবে তো।

—কোন্ হাটে যাবা ?নতুন হাটে ?

—তাই যাব। পুরনো হাটে কেউ বড় একটা আসছে না। মাল কাটে না।

—পটলের মণ ?

—তা কি করে বলব। খদ্দেরে যা দেয়।

—মাছ ?

—ন'সিকি।

দুজনে খুব খুশি। এবার চড়া পটল আর চড়া মাছের দাম গিয়েছে দু-তিন মাস।

হাতে কিছু জমেছে দুজনেরই। অবিশ্যি কুড়োন মণ্ডলের অবস্থা হারান মাঝির চেয়ে সচ্ছল। চরের সাত বিঘে পটল বাদে প্রায় দশ বিঘে কলাবাগান আছে ওর। একখানা ডিঙি বেয়ে হারান মাঝি আর ক'মণ মাছ ধরবে মাসে !

কুড়োন বাড়ি ফিরে খেয়ে নিলে, তার পর পটলের বাজরা মাথায় হাটের দিকে রওনা হল। এ হাটটা নতুন হয়েছে আজ মাস পাঁচ-ছয়। রসুলপুরের আবদুল খালেক মিঞা জমিদার গত পৌষ মাস থেকে এ হাট বসিয়েছেন। ঝিটকিপোতার পুরনো হাটে আজকাল লোক হয় না। নতুন হাটে খাজনা নেই, তোলা নেই, ভিখিরির উৎপাত নেই। কলকাতার পাইকিরি খদ্দের এখানে আসেবেশি, দামও দেয় বেশি।

হাটে গিয়ে কুড়োন বসে তার নির্দিষ্ট স্থানটিতে। পটল প্রথম ছিল দু আনা সের, কলকাতা ও রাণাঘাটের পাইকারি খদ্দের যেমন আসতে শুরু করল, অমনি দাম চড়ল দশ পয়সা।

কুড়োন হাতের দাঁড়িপাল্লা নামিয়ে একবার তামাক সেজে কল্কেটা হাওয়ায় রেখে দিলে টিকে ধরাবার জন্যে। একটা খদ্দের এসে বললে—পটল কত ?

কুড়োন গম্ভীর ও নিস্পৃহ সুরে বললে, বারো পয়সা।

—বারো পয়সা কি রকম ?সব জায়গায় দশ পয়সা আর তোমার বারো পয়সা ?

—তবে সেই সব জায়গায় নেও গে যাও।

—ভালো পটল ?

—হাত দিয়ে দেখো আসল বোশেখী লতার পটল। তুলে দেখো না একটা ?এর দাম বারো পয়সা।

কুড়োন মণ্ডল ঘুঘু ব্যবসাদার। খদ্দের কিসে ভোলে, কোন্ ধাপ্পায় তাকে কাবু করা যায়,এসব তার গত ছত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতাপ্রসূত জিনিস। নিজের জিনিসের দাম নিজেই চড়িয়ে দিতে হবে এবং জোর গলায় নিজের জিনিসের তারিফ করতে হবে—খদ্দের ভিজবেই, ভিজতে বাধ্য। খদ্দের তখন বারো পয়সার পটলকে কল্পনা-নয়নে অনেক উঁচু বলে ভাবতে শুরু করবে। ব্যবসার এ অতি গুহ্যতত্ত্ব, কুড়োন মণ্ডল সারাজীবন ধরে সাধনা করে এ তত্ত্বে সিদ্ধিলাভ করেছে। দেখতে দেখতে খদ্দেরের ভিড় লেগে গেল তার সামনে। দশ পয়সা সেরের পটল কেউ কেনে না। কুড়োন মণ্ডল মনে মনে হেসে চড়া গলায় বলতে লাগল—এই চলে এসো খদ্দের, বারো পয়সা, সরাটির চড়ার সেরা পটল, বারো পয়সা—চলে এসো—

কুড়ি মিনিটের মধ্যে আধমণ পটল উঠে গেল ঐ দরে। সিকি ও আনি প্রচুর জমল বগলিতে। কুড়োন আবদুল শোভান ফকিরের কাছ থেকে এক ছড়া পাকা মর্তমান কলা কিনে নিজের বাজরায় রেখে বললে—কটা পয়সা দেব, ও ফকির ?

—দ্যাও যা দেবা। তিন আনা দ্যাও।

—বারোটা কলার দাম তিন আনা ! এক-একটা কলা এক-একটা পয়সা ?

আবদুল ফকিরও ঘুণ ব্যবসাদার। নিজের বাড়ির উঠোনে সব রকম তরিতরকারি উৎপন্ন করে এবং তাই হাটে বেচে দু-পয়সা রোজগার করে।

ওর সম্বন্ধে একটা গল্প প্রচলিত আছে এ অঞ্চলে। কে একজন দুটি পাতিলেবু চাইতে গিয়েছিল আবদুল শোভানের বাড়ি।

—ও ফকির, লেবু আছে তোমার বাড়ি ?

পাছে বিনি পয়সায় দিতে হয়, তখনই ওর মুখ বন্ধ করবার জন্যে আবদুল ফকির বললে—পয়সা দিলিই পাওয়া যায়।...সে-ই আবদুল ফকির। সে অমায়িকভাবে হেসে বললে—যুজ্যের বাজারে কোন্ জিনিসটা সস্তা দ্যাখছো, ও কুড়োন ?তুমি পটল বেচলে কি দর ?

না, ফকিরের সঙ্গে পারা গেল না ! অবশেষে দশটা পয়সা দাম দিতেই হল।

বেলা পাঁচটার মধ্যে পটলের বাজরা কাবার। বিক্রিও বটে। কুড়োন তাদের গাঁয়ের হরিপদ মাইতিকে ডেকে বললে—কখানা বাজরা বেচলে ?

—দু খানা।

—বেশ বিক্রি, কি বলো ভাইপো ?

—যুজ্যের সময় লোকের হাতে পয়সা কত আজকাল !

—তা সত্যি !

—এমন কখনো দেখেছিলে খুড়ো ?তোমার বয়েস তো চার কুড়ির কাছে ঠেকল। তুমি যখন হাট করতে আরম্ভ করেছ তখন আমরা জন্মাইনি।

—তা সত্যি ।

হরিপদ মিথ্যে বলেনি। কুড়োন ভেবে দেখে, সত্যিই হরিপদ যখন জন্মায়নি, তখন থেকে সে হাটে পটল বেচে। কিন্তু সে এ-হাটে নয়, ঝিটকিপোতার পুরনো হাটে। এ হাট তো মোটে গত পৌষ মাস থেকে হয়েছে।

কুড়োন আজ চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর ধরে ঝিটকিপোতায় হাট করছে। কতদিনের কত স্মৃতি ঝিটকিপোতার হাটের সঙ্গে জড়ানো। এ নতুন হাটে এসে কোনো আনন্দ হয় না। এখানে এসে পয়সা হয় বটে, কিন্তু সব ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। মন খুশি হয়ে ওঠে না। মনের যোগাযোগ কিছু নেই এ হাটের সঙ্গে।

কথাটা তার রোজই মনে হয়।

ঝিটকিপোতার হাট তার কতকালের পরিচিত। এখানে বসে সে এতক্ষণ ভাবছিল ঝিটকিপোতার হাটের সেই অশ্বত্থ গাছের তলা, যেখানটিতে বিয়াল্লিশ বছর ধরে ফি হাটে বসে সে পটল বিক্রি করে এসেছে। কত পুরনো লোক ছিল, তাদের কথা মনে পড়ে। তার আগে ঐখানটিতেবসত লক্ষ্মণ সর্দার, ভীম সর্দারের বাপ। লক্ষ্মণ সর্দার বেগুন বিক্রি করত, তার বাপের বয়সী বুড়ো, তাকে হাতে ধরে বেচাকেনা শিখিয়েছিল—রোজ নিজের গাড়িতে চড়িয়ে ওকে নিয়ে আসত হাটে। লক্ষ্মণ সর্দার মরবার পরে তার ছেলে ভীম ওকে বললে—বাবার জায়গাটিতে তুমি বসে বেচা-কেনা করো দাদা। আমি হাট করা ছেড়ে দিলাম। বেগুন পটল বিক্রি আমার পোষাবে না, আমি পাটের ব্যবসাতে নামব ভাবছি।

দু বছর পরে পাটের ব্যবসাতে ফেল করে ভীম সর্দার আবার যখন হাটে ফিরে এল বেগুন-পটল বেচতে, তখন অশ্বত্থতলায় কুড়োনের আসন পাকা হয়ে গিয়েছে।

সে সব আজ কত বছরের কথা।

নতুন হাটে বসে পুরনো হাটের সেই অশ্বত্থতলার কোণটি বড় মনে পড়ে। ওই জায়গাটি ছিল ওর লক্ষ্মী, ওখানেই বেচাকেনার কাজে হাতেখড়ি, জীবনের উন্নতির সূচনা। আজ যুদ্ধের বাজারে পটলের দাম বড় চড়া। এত চড়া দামে কখনো পটল বিক্রি হয়নি তার জীবনে, এত পয়সাও কোনোদিন হাতে আসেনি। তবুও ভালো লাগে না। পয়সাতেই কি জীবনের সুখ হয় শুধু ?আজ কোথায় গেল সেই ভূষণদা, কোথায় গেল কেষ্ট ময়রার বাবা হরি ময়রা, কোথায় গেল হাটের সাবেক ইজারাদার পাঁচু নিকিরি ?

পাঁচকড়ি নিকিরি কখনো হাটের খাজনা আদায় করেনি ওর কাছে। বলত, তোমার কাছে চার পয়সা খাজনা নিয়ে কি করব কুড়োন, একসের করে পটল দিয়ো তার বদলে, আর দুটো বেগুনের চারা। এবার বর্ষায় আধবিঘেটাক বেগুন লাগাব ভাবছি। মুক্তকেশী বেগুন আছে ?

—আছে। বীজ দেব এখন। নি-কাঁটা বেগুন। এক-একটাতে এক এক সের।

—বল কি !

—হয় না হয় চোকি দেখো। নিজের চোকি দেখলি তো অবিশ্বাস যাবা না ?

বেলা গেল। ওদের গাঁয়ের লোকেরা গাড়ি করে বেগুন পটল এনেছিল, খালি গাড়িতে ওরা সবাই একসঙ্গে বসে বাড়ি ফেরে।

হাঁটতে হয় না এতটা রাস্তা। ওকে ডাকতে এল হরিপদ মাইতি। বললে—খুড়ো, বাড়ি যাবা ?চল, গাড়ি যাচ্ছে। কই দ্যাও তোমার বাজরা, তুলে দিই গাড়িতি।

—যাব। তুমি বাজরা তুলে দ্যাও, আমি মেছোহাটা পানে যাই।

—কনে যাবা ?আজ মাছ কিনতি পারবা না। আড়াই টাকা কাটা পোনা।

—ও, আর আমাদের পটলের বেলা বুঝি সবাই সস্তা খোঁজে ?আসছে হাটে চার আনার কমে কেউ বেচতি পারবা না, সবাইকে বলে দিচ্ছি।

গরুর গাড়িতে ওদের গ্রামের আটজন উঠল। গল্প করতে করতে যাচ্ছে সবাই। পান বিড়ি এ ওকে দিচ্ছে। কুড়োন মণ্ডলের সমবয়সী কেউ নেই গাড়িতে, তবে নিতাই ঘোষ আছে, সে যদিও তার দশ বছরের ছোট—বর্তমানে দুজনেই সমান বৃদ্ধ। কুড়োন নিতাইকে বললে—কিন্তু যতই বলো, ঝিটকিপোতার হাটে গিয়ে যে মজা ছিল, এখানে তা নেই।

নিতাই বললে—যা বললে দাদা ! সেখানে অন্তত ত্রিশ বছর হাট করিছি।

—তুমি ত্রিশ বছর আর আমি চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর সেখানে হাট করিছি—সেখানে মন বড্ডটানে।

মনে পড়ে সেবার বন্যের সময় ভূষণ-দার দোকানে চড়ুই-ভাতি করেলাম ?

—ওঃ, সে সব কি আজকের কথা ! ভূষণ-দা মারা গিয়েছে আজ অন্তত দশ বছর। সে অন্তত বিশ বছর আগের কথা।

—কি দিয়ে খেয়েছিলে বলো তো ? আমার আজও মনে আছে—খিচুড়ি, কুমড়ো ভাজা, পটল ভাজা, পোস্ত দিয়ে বড়ি ভাজা—

—আমারও মনে আছে। আর হয়েছিল বেগুনের টক।

গাড়ির অন্য সবাই ছোকরা বয়সের। দুই বুড়োর কথাবার্তা শুনে হেসেই তারা অস্থির। ওদের মধ্যে একটি হাস্যরত ছোকরাকে ধমক দিয়ে কুড়োন বললে—ওরে থাম ছোঁড়া—হেসে যে মলি। তোরা তখন কোথায় ?তোরা কি জানবি ?

ছোকরা জিজ্ঞেস করলে—তখন পটলের দর কি ছিল দাদু ?

—পয়সা পয়সা সের, কখনো বা পয়সায় দু' সের।

—দুয়ো—এমন পয়সার জুত ছিল না তখন বলো ?

—ওরে বাপু, হাসিস নে, হাসিস নে। তখন একখানা বাজরা পটল বেচে একটাকা পাঁচ সিকে হত—আর এখন হয় ষোলো টাকা সতেরো টাকা। কিন্তু তখনই সুখ ছিল। এখন এক বাজরাপটল বেচে একখানা কাপড় হয় না।

—ওগো, মেঘ করে আসছে। শিগগির হাঁকিয়ে চল—পদ্মবিলের ওপারে দেখো না মেঘ !

একজন বললে—বুঝলে দাদু, সেবার এই পদ্মবিলের ধারে জ্যাচ্ছনা রাতে আমার জেঠা বড় মাছ পেয়েছিল ডাঙায়।

সকলে বললে—দুর !

বৃদ্ধ নিতাই বললে—দুর না, অমন হয়। আমি একবার এত বড় সরল পুঁটি পেয়েছিলাম গাঙের ধারের শর-ঝোপে। জল থেকে লাফিয়ে উঠে শরের ঝোপে আটকি ছটফট করছিল। খপ করে গিয়ে ধরেলাম অমনি। এক সের পাঁচ পোয়া ওজন ছিল।

পুকুরে ডোবায় ব্যাঙ ডাকছে শুনে দু-একজন বললে—আজ রাত্তিরি ভন্না হবে—ওই শোন ব্যাঙের ডাক !

হরিপদ মাইতি বললে—চোক দিয়ো না, চোক দিয়ো না। আমন ধান হবে না জল না হলি। জল হক, জল হক। ধানের জাওলা খড় হয়ে গেল বৃষ্টি আবানে। এ দুদিনে যা বৃষ্টি হচ্ছে, এ তো শুকনো মাটি টেনে নেবে। বড় ভন্না হওয়ার দরকার। টিপ টিপ বৃষ্টির কাজ নয়।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। বেশ অন্ধকার। বর্ষা-সন্ধ্যায় ঝোপ-ঝাড়ে জোনাকি জ্বলছে, ঘেঁটকোল ফুলের কটুগন্ধ সজল বাতাসে।

ওরা গ্রামে পৌঁছে যে যার বাড়ি চলে গেল।